بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) গত ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় বদরের যুদ্ধের অব্যবহিত পরের বেশ কিছু ঘটনা সবিস্তারে তুলে ধরেন।

তাশাহ্হুদ, তা'উয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বদরের যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে মুশরিক বন্দিদের যে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে তার উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, মুশরিক বন্দিদের মাঝে ওয়াহাব বিন উমায়েরও ছিল, যে পরবর্তীতে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। তার পিতা **উমায়ের বিন ওয়াহাব** মহানবী (সা.)-কে হত্যা করার জন্য মদীনায় এসেছিল। এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ হলো, বদরের যুদ্ধের কিছুদিন পরেই দু'জন মুশরিক সাফওয়ান ও উমায়ের কাবাচত্বরে কাফির নেতাদের মৃত্যুর শোক পালন করছিল এবং বলছিল, এখন জীবিত থাকার ইচ্ছাই লোপ পেয়েছে। উমায়ের বলে, আমার যদি কোনো ঋণ না থাকত বা পরিবারের কোনো চিন্তা না থাকত তাহলে আমি জীবন বাজি রেখে হলেও মদীনায় গিয়ে মুহাম্মদ (সা.)-কে হত্যা করতাম, এছাড়া সেখানে আমার পুত্রও বন্দি অবস্থায় আছে। একথা শুনে সাফওয়ান তার ঋণ পরিশোধ ও পরিবারের ভরণপোষণের প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাকে মদীনায় যেতে উদ্বুদ্ধ করে। এরপর উমায়ের হত্যার পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে মদীনায় আসে। যখন সে মদীনায় পৌঁছে তখন হযরত উমর (রা.) তাকে দেখে সন্দেহ করেন এবং মহানবী (সা.)-কে তার বিষয়ে অবগত করেন। এরপর তাঁর (সা.) নির্দেশে হযরত উমর (রা.) তাকে ধরে মহানবী (সা.)-এর সমীপে হাজির করেন এবং সাহাবীদেরকে সতর্ক থাকতে বলেন।

মহানবী (সা.) অত্যন্ত কোমলতার সাথে তাকে মদীনায় আগমনের কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলে, আপনার হাতে বন্দি আমার পুত্রকে মুক্ত করার জন্য এসেছি। তিনি (সা.) তাকে তরবারী আনার কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলে, আপনি তরবারীর কথা বলছেন? বদরের প্রান্তরে তরবারী দ্বারা কি করা হয়েছিল? এরপর তিনি (সা.) তাকে বলেন, সত্যি করে বলো, কেন এসেছ? সে পূর্বের ন্যায় একই কথা বলে যে, আমি আমার পুত্রকে ছাড়িয়ে নিতে এসেছি। মহানবী (সা.) আবার বলেন, তুমি সাফওয়ানের সাথে মিলে কাবাচত্বরে কোনো পরিকল্পনা করো নি? সে প্রথমে অস্বীকার করে। কিন্তু মহানবী (সা.) যখন পুনরায় বলেন, তোমরা আমাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করো নি? তখন সে সত্য স্বীকার করে এবং বলে যে, **আপনি সত্য বলছেন। আমরা সত্যিই এই ষড়যন্ত্র করেছি। আল্লাহ্ আপনার সাথে আছেন যিনি আপনাকে আমাদের দূরভিসন্ধি সম্পর্কে অবগত করেছেন।** এরপর সে ইসলামের সৌন্দর্য স্বীকার করেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর মহানবী (সা.) সাহাবীদেরকে বলেন, এখন থেকে সে তোমাদের ভাই। তাকে ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করো এবং তার পুত্রকে মুক্ত করে দাও। তখন উমায়ের মহানবী (সা.)-কে বলে, আমাকে মক্কায় যাওয়ার অনুমতি দিন যেন সেখানে গিয়ে আমি তবলীগ করতে পারি। মহানবী (সা.) তাকে অনুমতি দেন এবং তিনি তবলীগের মাধ্যমে অনেক মানুষকে গোপনে মুসলমান বানায়।

এদিকে সাফওয়ান মক্কাবাসীদের বলতে থাকে, আমি তোমাদেরকে একটি সুসংবাদ দিব যা তোমাদেরকে বদরের কষ্ট ভুলতে সাহায্য করবে অর্থাৎ সে ভেবেছিল, উমায়ের নাউযুবিল্লাহ্ মহানবী (সা.)-

কে হত্যা করে মক্কায় ফিরবে। কিন্তু উমায়েরকে মুসলমান হয়ে ফিরে আসতে দেখে সাফওয়ান নিরাশ হয়ে যায়। হযরত বশীর আহমদ সাহেব (রা.) সীরাত খাতামান্ নবীঈন পুস্তকেও এ ঘটনা উল্লেখ করেছেন।

হুযূর (আই.) বলেন, বদরের যুদ্ধের পর অনেক লোক মুসলমান হয়ে যায়, কিন্তু কেউ কেউ কপটতাপূর্ণ মনমানসিকতা রাখত। যেমন, **আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূল** যে মদীনার নেতা হওয়ার বাসনা রাখত আর লোকেরাও তাকে হবু নেতা হিসেবে দেখছিল, কিন্তু মহানবী (সা.)-এর আগমনে লোকেরা তাকে ভুলে যায় এবং মহানবী (সা.)-কে মদীনার রাষ্ট্রপ্রধান বানায়। তাই বদরের যুদ্ধের পর সে বাহ্যত ইসলাম গ্রহণ করেছিল ঠিকই, কিন্তু তার হৃদয় ইসলাম বিরোধী বিদ্বেষ ও শত্রুতায় পরিপূর্ণ ছিল আর সে মুনাফিকের সর্দার হয়ে ইসলাম ও মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র করতে থাকে। পরবর্তী ঘটনাবলী থেকে এটি প্রমাণিত যে, প্রায়শই সে ইসলামের জন্য স্পর্শকাতর অবস্থার সৃষ্টি করেছে।

অতঃপর হুযূর (আই.) **বনু সুলায়েম বা কারকারাতুল কুদর এর যুদ্ধের** উল্লেখ করেন। এটি মক্কা থেকে সিরিয়ার পথে মদীনা হতে ৯৬ মাইল দূরত্বে অবস্থিত একটি স্থান। বর্ণিত হয়েছে, হিজরতের পর মক্কার কুরাইশরা আশেপাশের অনেক গোত্রকে মুসলমানদের প্রাণঘাতি শত্রু বানিয়ে দিয়েছিল। যেমন, বনু সুলায়েম ও গাতফান গোত্রকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উস্কিয়ে দেয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বদরের যুদ্ধের পর মহানবী (সা.) জানতে পারেন যে, এই দুই গোত্রের লোকেরা মদীনায় আক্রমণের উদ্দেশ্যে কারকারাকাতুল কুদরে একত্রিত হয়েছে। এ খবর শুনে তিনি তিনশ' সাহাবী নিয়ে নজদ অভিমুখে যাত্রা করেন। তিনি তাঁর অনুপস্থিতিতে মদীনায় ব্যবস্থাপনার দায়িত্বভার হযরত সাবাহ্ বিন আরফাতা গাফফারী (রা.)'র প্রতি অর্পণ করেন এবং হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উম্মে মাকতুম (রা.)-কে নামাযের ইমাম নিযুক্ত করেন। এদিকে শত্রুরা মুসলমানদের আগমনের সংবাদ শুনে পালিয়ে পাশের একটি পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে আশ্রয় নেয়। মুসলমানরা সেখানে গিয়ে তাদের কাউকে পায়নি, তবে তারা সেই গোত্রের কিছু রাখালকে দেখেন যাদের মাঝে ইয়াসসার নামক একজন দাসও ছিল। মহানবী (সা.) তাকে বনু সুলায়েম ও বনু গাতফানের লোকদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সে বলে যে, সে কিছু জানে না। যাহোক তিনি (সা.) তিন রাত সেখানে অবস্থান করেন এবং তাদের রেখে যাওয়া পাঁচশ' উট মালে গণিমতস্বরূপ লাভ করেন এবং সেখানেই তা বণ্টন করে দেন।

বদরের যুদ্ধের পর মুসলমানদের প্রথম ঈদের নামায আদায় সম্পর্কে হুযূর (আই.) বলেন, মহানবী (সা.) হিজরতের দ্বিতীয় বর্ষে রমযান মাসের পরিসমাপ্তিতে প্রথমবারের মত ঈদুল ফিতর উদযাপন করেন। মহানবী (সা.) ঈদের নামায সম্পর্কে বলেন, অজ্ঞতার যুগে তোমরা যেভাবে আনন্দ উদযাপন করতে আল্লাহ্ তা'লা এর চেয়ে উত্তম দিন তোমাদেরকে জন্য নির্ধারণ করেছেন। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করেন, কোন্ সেই দিন? তিনি (সা.) বলেন, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা। তোমাদের মাঝে এ দিনগুলোতে কেউ যেন রোযা না রাখে, বরং এ দিনে পানাহার করবে এবং আনন্দ উদযাপন করবে। মহানবী (সা.) সাধারণত উন্মুক্ত প্রান্তরে একত্রিত হয়ে দু'রাকাত নামায আদায় করতেন, তবে একবার তিনি (সা.) বিশেষ কারণে ঈদুল ফিতরের নামায মসজিদে নববীতে পড়িয়েছিলেন। তিনি (সা.) একদিক দিয়ে ঈদগাহে যেতেন, অন্যপথ দিয়ে ফেরত

আসতেন। রমযানের রোযা ফরয হওয়ার পর তিনি সবাইকে সদকাতুল ফিতর প্রদানের নির্দেশ দেন যেন এগুলো দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করা যায়। এছাড়াও মহানবী (সা.) মুসলমানদেরকে ঈদের দিনে করণীয় আরো কতিপয় বিষয় ও নিয়মকানুন শেখান।

খুতবার শেষভাগে হুযূর (আই.) বলেন, বদরের যুদ্ধের পর আরো দু'টি সংশয়পূর্ণ ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় যেসব বিষয়ের প্রতি গভীরভাবে প্রণিধান করলে বুঝা যায় যে, এগুলো বানোয়াট কাহিনী। প্রথমত, **আসমা বিনতে মারওয়ানের হত্যার কাহিনী**। বর্ণিত হয়েছে, হযরত উমায়ের বিন আদী (রা.) একজন অন্ধ সাহাবী ছিলেন। হিজরতের দ্বিতীয় বছর মহানবী (সা.) আসমা বিনতে মারওয়ানকে হত্যা করতে উমায়েরকে প্রেরণ করেন। কেননা সে মহানবী (সা.) ও মুসলমানদেরকে গালমন্দ করত, মুসলমানদেরকে কষ্ট দিত এবং নোংরা পংক্তি রচনা করত। **আরেকটি বর্ণনায় রয়েছে,** মহানবী (সা.) আসমা বিনতে মারওয়ানকে হত্যা করার জন্য লোকদেরকে আহ্বান করেন। তখন উমায়ের (রা.) এর জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। এরপর মহানবী (সা.)-এর নির্দেশে তিনি তার বাড়িতে যান এবং চালাকি করে তাকে হত্যা করেন। এরূপভাবে চারটি বর্ণনা পাওয়া যায়।

হুযূর (আই.) বলেন, এগুলো মনগড়া কাহিনীরূপে বর্ণিত হয়েছে। কতিপয় ইতিহাস ও জীবনীগ্রন্থে এ ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু সিহাহ সিত্তাহ বা হাদীসের কোনো নির্ভরযোগ্য গ্রন্থে এর উল্লেখ পাওয়া যায় না। প্রকৃত বিষয় হলো, পরবর্তীতে অনেক লোক রসূল অবমাননার শাস্তিস্বরূপ এই দলীল উপস্থাপন করার উদ্দেশ্যে এধরণের কল্পিত ও বানোয়াট ঘটনা উল্লেখ করেছে। এর ওপর ভিত্তি করে বর্তমান যুগের মোল্লারাও বলে যে, রসূল অবমাননাকারীকে হত্যা করা বৈধ, তাই যে তাঁর অবমাননা করবে তাকে হত্যা করো। অথচ ইসলামী শরীয়তে এর কোনো শাস্তি নির্ধারিত নেই আর এসব ঘটনার কোনো সত্যতাও পাওয়া যায় না। এরপর হুযূর (আই.) এই ঘটনাটিকে দালিলীক ও যৌক্তিকভাবে ভ্রান্ত প্রমাণিত করেন। পরিশেষে হুযূর (আই.) বলেন, এর অনুরূপ আরেকটি ঘটনা রয়েছে। তাও স্পষ্টভাবে ভ্রান্ত প্রমাণিত হয় যা আগামীতে বর্ণনা করা হবে, ইনশাআল্লাহ্ ।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নেই, আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুতবার সারমর্ম উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org -এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)